নিয়ম ভেঙে ভর্তিতে অনিশ্চিত অর্ধশত শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ

রাজশাহী ব্যুরো ও রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) অধীন শাহ মখদুম মেডিকেল কলেজে অনুমোদনের চেয়ে বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করায় প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। এতে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া ৫০ জন শিক্ষার্থীর প্রথম প্রভিশনাল পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। আজ পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল। এতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখছেন তারা। ক্যাম্পাস সূত্রে জানা যায়, ১৭ মে রাবির কলেজ পরিদর্শক দফতরের সভায় ওই পরীক্ষা স্থগিতের সিদ্ধান্ত হয়। কবে নাগাদ এ সমস্যার সমাধান হবে তা নিশ্চিত করে বলতে পারেনি কলেজ কর্তৃপক্ষ ও রাবির কলেজ পরিদর্শক শাখা। অভিযোগ উঠেছে, কলেজ কর্তৃপক্ষের অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার ফলে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া হুমকির মুখে পড়েছে। এদিকে দ্রুত পরীক্ষা নেয়ার দাবি নিয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা রাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আবদুস সোবহানের সঙ্গে দেখা করতে যান। উপাচার্য কলেজ পরিদর্শক, প্রক্টর, জনসংযোগ দফতরের প্রশাসকের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেন। পরে রাবির অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক দায়িত্বে থাকা কলেজ পরিদর্শক অধ্যাপক বিধান চন্দ্র দাস পরীক্ষা নেয়া হবে না বলে জানিয়ে দেন। এ সময় বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী কান্নায় ভেঙে পড়েন। তারা কলেজ পরিদর্শকের পা জড়িয়ে ধরে অনুমতি চাইলেও তা সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দেয়া হয়।

জানা যায়, রাজশাহী নগরীর খড়খড়ি বাইপাস এলাকায় জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীদের হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত শাহ মখদুম মেডিকেল কলেজটি ২০১৩ সালে কার্যক্রম শুরু করে। পরে আওয়ামী লীগ নেতা ও রাজশাহীর তানোর-গোদাগাড়ী আসনের সংসদ সদস্য ওমর ফারুক চৌধুরীকে অংশীদার করে কৌশলে কলেজের কার্যক্রম চালানোর অনুমতি নেয়া হয়। পাঁচ বছর মেয়াদি এমবিবিএস ও এক বছরের ইন্টার্নশিপ ডিগ্রি কোর্স চালু আছে কলেজে।

শাহ মখদুম মেডিকেল কলেজ

জানা যায়, ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে কলেজ পরিদর্শন শেষে ২৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমোদন করেন রাবির কলেজ পরিদর্শক। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নিয়ম ভেঙে ৫০ জনকে ভর্তি করায়। অনিয়ম ধরা পড়লে ২০১৬ সালে ওই শিক্ষাবর্ষের সব কার্যক্রম স্থগিতের নির্দেশ দিয়ে কারণ দর্শাতে বলা হয়। কিন্তু সদুত্তর দিতে না পারায় কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়। অথচ রাবি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে গোপনে আজ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা বলে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে রেজিস্ট্রেশন ও ফরম পূরণের ফি আদায় করে কলেজ কর্তৃপক্ষ। ৭ মে রাবির নতুন উপাচার্য নিয়োগের পর আবারও কলেজ কর্তৃপক্ষ ৫০ শিক্ষার্থীর পরীক্ষা গ্রহণের অনুমতি চেয়ে আবেদন করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাবির কলেজ পরিদর্শক সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা করেন। সেখানে অধিভুক্তি নবায়ন না করা পর্যন্ত পরীক্ষা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হয়। কয়েকজন শিক্ষার্থী কান্নাজড়িত কণ্ঠে যুগান্তরকে জানান, গত দু'বছর ধরে তারা পরীক্ষার প্রস্তুতি শেষ করেছেন। কিন্তু হঠাৎ করে জানতে পারেন তাদের পরীক্ষা হবে না। অভিভাবকদের অভিযোগ, কলেজ কর্তৃপক্ষের অনিয়মের দায় শিক্ষার্থীদের ওপর চাপানো অযৌক্তিক।

রাবির কলেজ পরিদর্শক অধ্যাপক বিধান চন্দ্র দাস যুগান্তরকে বলেন, নিয়ম না মেনে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করায় জরিমানা হয়েছিল মেডিকেল কলেজটির। সে জরিমানার টাকা এখনও পুরোপুরি পরিশোধ করেনি তারা। ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের অধিভুক্তিও তারা নবায়ন করেনি। মেডিকেল কলেজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনিরুজ্জামান স্বাধীন জানান, প্রায় দু'মাস ধরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য ছিল না বলে এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।